সামাজিক ও রাজনৈতিক সচেতনতা

বিকল্প চিকিৎসার জনপ্রিয়তা দেখে মনে হয় এই পদ্ধতি অ্যালোপ্যাথি চিকিৎসা থেকে আমাদের নির্ভরতা কিছুটা কমিয়ে দিয়েছে। তবে সাধারণত চিকিৎসকেরা রোগীর চেয়ে সমাজে অধিক প্রতিষ্ঠিত। ফলে সমাজের দরিদ্র ও প্রান্তিক মানুষ এঁদের কাছ থেকে সুচিকিৎসা পাবেন কিনা বলা যায় না। বিকল্প চিকিৎসার ডাক্তারই হোন বা অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসকই হোন, সাধারণত সব চিকিৎসকই শুধুমাত্র অসুখের দিকে নজর দেন। রোগীর অন্যান্য সামাজিক সমস্যা এঁদের চোখ এড়িয়ে যায়। কোন মহিলা অবসাদগ্রস্ত হলে বা তাঁর ঘুম কম হলে চিকিৎসক অ্যান্টি ডিপ্রেসেন্ট বা ঘুমের ওষুধ দিতে পারেন, বিকল্প চিকিৎসক তাঁকে উজ্জীবিত করতে ভেষজ ওষুধ দিতে পারেন, কিন্তু কেউই হয়ত বোঝার চেষ্টা করবেন না যে এই মহিলার শারীরিক সমস্যার মূলে রয়েছে পারিবারিক-নির্যাতন অথবা কর্মক্ষেত্রে যৌন হেনস্থা, আর্থিক অনিশ্চয়তা বা সংসারের অত্যাধিক চাপ। এটা বুঝতে পারলে তাঁরা হয়ত ওষুধের সঙ্গে অন্য কোন সহায়তার কথাও উল্লেখ করতেন।

অনেক সময়েই চিকিৎসকেরা রোগিনীকেই তাঁর সমস্যার জন্যে দায়ী করেন। তাঁরা বলেন রোগিনী সুস্থ হচ্ছেন না কারণ তাঁর ভালো হবার ইচ্ছে নেই, তিনি চিকিৎসককে অবিশ্বাস করেন, তাঁর অনড় মনোভাব, তিনি অতিমাত্রায় স্পর্শকাতর ইত্যাদি। এইভাবে রোগীর ওপর অসুস্থতার দায়িত্ব চাপানো শুধু নিষ্ঠুর তা নয়, অন্যায়ও।

একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে আমাদের দেশে যাঁরা বিকল্প চিকিৎসা করান, আর্থিক সঙ্গতি থাকলে তাঁরাও অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসকের কাছে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিতেন। তাঁদের বিকল্প চিকিৎসা বেছে নেওয়ার কারণ হল সংসারে টাকা পয়সার অভাব। অর্থাৎ পছন্দমত চিকিৎসা সকলের কাছে পৌঁছে দিতে হলে জনস্বাস্থ্যের খাতে সরকারী ব্যয় বরাদ্দ বাড়ানো দরকার। সমাজের বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন পদ্ধতির চিকিৎসার সুযোগ সমানুপাতিক না হলে জনস্বাস্থ্যের সামগ্রিক উন্নতি ঘটানো সম্ভব নয়।

সুচিকিৎসার সম্ভাবনা

আমাদের দেশে বিত্তহীন মেয়েরা অনেক সময় সুচিকিৎসা পান না। এক মাত্র সরকারী হাসপাতাল বা ক্লিনিকে বিনা পয়সায় চিকিৎসা পাওয়া সম্ভব; কিন্তু এই সব হাসপাতালের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ এবং চিকিৎসাব্যবস্থাও বেহাল। বেসরকারী হাসপাতালে চিকিৎসা অপেক্ষাকৃত ভাল হলেও সেখানে খরচ অনেক বেশি, বহু ক্ষেত্রেই নিম্নবিত্ত ও বিত্তহীন মানুষের ধরা ছোঁয়ার বাইরে। বিকল্প চিকিৎসার খরচা অপেক্ষাকৃত কম বলে অনেকে সেই পথই বেছে নেন। এছাড়া আমাদের দেশে অনেক

লোকই হাতুড়ে ডাক্তারের কাছে যান। এরা রোগ সারাবার চেয়ে রোগীকে ঠকাতেই ব্যস্ত থাকেন। আমাদের দেশে এখন স্বাস্থ্যবীমা চালু হয়েছে। অসুস্থ হলে চিকিৎসার খরচ বীমা কোম্পানী কিছুটা জোগায়। তবে এই বীমা কেনার ক্ষমতা অনেকেরই নেই। এই ধরণের বীমা বিকল্প চিকিৎসার খরচ অনেক সময়েই দেয় না। সুতরাং বীমা থাকা সত্বেও কেউ যদি বিকল্প চিকিৎসা করাতে চান, সেই খরচ নিজেকেই দিতে হতে পারে।